কালের কণ্ঠ

...P 2015...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হারে ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে
অভিভাবকরাও এ নিয়ে ক্ষুব্ধ। ঢাকার একটি ইংলিশ মিডিয়ামে ছেলেমেয়েকে পড়ান সালেহউদ্দিন। তার মতে, ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোতে এখন শুধু উচ্চবিত্তদের সন্তানেরাই পড়ে না, বরং মধ্যবিত্তদের সন্তানরাও পড়ছে। ঢাকায় যে হারে শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করা হচ্ছে, তাতে জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় আমরা যত দ্রুত এগুচ্ছিলাম, ততই পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তিনি শিক্ষার ওপর আরোপ করা এই ভ্যাট অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান।

'ছাত্ররা শিক্ষকদের প্রতিপক্ষ বানিয়েছে'

আসলে এটা দুঃখজনক। তবে এটা কারা করেছে তদন্ত শুরুর আগেই কোনো ছাত্রসংগঠনের নাম জড়িয়ে বলা যাবে না। কারণ এর আগেও জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে হেফাজত-জামায়াত অনেক স্থানে হামলা করেছিল। এখন ছাত্রলীগের নেতৃত্ব যদি অপকর্ম করে সরকার তার দায় নেবে না।

তাজুল ইসলাম চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

ছাত্রলীগকর্মীরা এখন শিক্ষকদের প্রতিপক্ষ বানিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা শামসুজ্জামান খান দুদু। তিনি বলেছেন, 'ছাত্রলীগ শুধু নয়, যেসব ছাত্র আজ সম্মানিত শিক্ষকদের ওপর হামলা করেছে, কারোরই ছাত্রত্ব থাকা উচিত নয়। আমরাও তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি। আমাদের সেই সময়ের শিক্ষকদের এখনো সামনে পেলে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে রাখি। কিভাবে সেই গুরুজন শিক্ষকদের ওপর হাত তুলল ছাত্ররা, কারা তাদের এই দুঃসাহস দিল—এসব খতিয়ে দেখতে হবে সরকারকে। না হয় শিক্ষাব্যবস্থায় আবারও নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে।'

রবিবার রাতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাভিশনের সংবাদ পর্যালোচনাভিত্তিক টক শো নিউজ অ্যান্ড ভিউজে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো আলোচনা করেন জ্বালানি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি তাজুল ইসলাম এমপি।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সঞ্চালক জানতে চান, আজকে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটল তা নজিরবিহীন। এ ঘটনা পুরো জাতিকে হতবাক করে দিয়েছে। এ রকম ক্ষেত্রে সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিতে পারে?

জবাবে তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'আসলে এটা দুঃখজনক। তবে এটা কারা করেছে তদন্ত শুরুর আগেই কোনো ছাত্রসংগঠনের নাম জড়িয়ে বলা যাবে না। কারণ এর আগেও জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে হেফাজত-জামায়াত অনেক স্থানে হামলা করেছিল। এখন ছাত্রলীগের নেতৃত্ব যদি অপকর্ম করে সরকার তার দায় নেবে না।' তিনি আরো বলেন, 'এমন একটি ঘটনার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চয়ই সরকার কোনো ব্যবস্থা নেবে।'

এ পর্যায়ে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, 'ভিসির পদত্যাগ দাবিতে কর্মসূচি পালনকালে এ হামলা চালানো হয়। এতে ১০ জন শিক্ষক আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বরেণ্য লেখক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের স্ত্রী ড. ইয়াসমিন হক লাঞ্ছিত হন ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে। এ খবর তো সংবাদমাধ্যম না জেনে করেনি। তাই ছাত্রলীগের ছেলেরা হামলা করেছে, এটা সরকার বা সরকারি দল থেকে স্বীকার না করলেও সাধারণ মানুষ সব জানে। তাই সরকারকেই শিক্ষকদের মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে।'

এ পর্যায়ে সঞ্চালক জানতে চান, সংসদীয় কমিটি বলেছে, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ানো যৌক্তিক হয়েছে। কিন্তু এই দাম বাড়ানোর ফলে যে জনগণের দুর্ভোগ বাড়বে বা বাড়তে পারে বলে সব মহল থেকেই বলা হচ্ছে। বাম সংগঠন থেকে ইতিমধ্যে এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কর্মসূচিও দেওয়া হয়েছে। কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

জবাবে তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'আমি জেনে-বুঝেই বলেছি যে আমাদের বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি যৌক্তিক কারণে হয়েছে। কারণ যদিও আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমেছে; কিন্তু আমাদের দেশে যে পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে আসা হয়েছে, তাতে এখনো বিদ্যুতের দাম অনেক দেশের তুলনায় অনেক কম। তাই এই দাম বাড়ানোতে জনগণের খুব একটা সমস্যা হবে না। কারণ সেচে ও ১০০ ইউনিটের কম ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে দাম বাড়ানো হয়নি।'

আলোচনার এ পর্যায়ে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, 'সরকার কখনোই বলবে না যে দাম বাড়লে মানুষের দুর্ভোগ হয়। তাজুল ভাই সেই ধারাটিই বজায় রাখলেন। এর আগেও বিদ্যুতের দাম ছয় দফা বাড়ানো হয়। তখনো সরকার থেকে একই রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। আমরা আশা করি, সরকার এই মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার করবে।' তিনি আরো বলেন, 'যেখানে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমেছে, সেখানে বাংলাদেশে এভাবে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই। আসলে সরকার এই বাড়তি টাকা দিয়ে পুলিশ ও র‍্যাবকে পুষবে। জনগণের এখন সরকারের কোনো দরকার নেই। সরকার র‍্যাব, পুলিশ ও প্রশাসনের বাড়তি টাকার জোগান দিতেই এভাবে অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি করেছে।'